পিআর পদ্ধতিসহ ৫ দফা দাবিতে মেহেরপুরে জামায়াতের মানববন্ধন

পিআর পদ্ধতিকে জুলাই জাতীয় সনদের অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে শহরের জেলা প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে জামায়াত জেলা শাখা।

এ মানববন্ধন কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আমির তাজউদ্দীন খান।

এছাড়া জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন, জেলা নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, জনগণের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করতে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নেই। তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে এই পদ্ধতিকে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত নেওয়ার দাবি জানান।

এছাড়া তারা জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ আমলের সব হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

মানববন্ধনে ব্যানার-ফেস্টুন হাতে জেলা শাখার নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে

দুর্নীতি অবহেলার প্রতিবাদে জনতার মানববন্ধন

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে সীমাহীন চিকিৎসা অবহেলা, তত্ত্বাবধায়কের লাগামহীন দুর্নীতি এবং বেসরকারি ক্লিনিকের সঙ্গে যোগসাজশে টেস্ট বাণিজ্যের প্রতিবাদে এক বিশাল মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের সর্বস্তরের জনতা ও সচেতন নাগরিকদের উদ্যোগে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, সরকারি এই হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার মান ভয়াবহভাবে নেমে গেছে। সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে রোগী ও স্বজনরা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অনেক সময় চিকিৎসকরা দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকেন, আর উপস্থিত কিছু কর্মচারী রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

অভিযোগ করা হয়, হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ও কিছু অসাধু কর্মচারী ক্লিনিক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসাজশে দালাল চক্র পরিচালনা করছেন। এই দালাল চক্র রোগীদের সরকারি টেস্ট না করিয়ে নির্দিষ্ট বেসরকারি ক্লিনিকে পাঠিয়ে মোটা অঙ্কের কমিশন নিচ্ছে। এতে সাধারণ রোগীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ক্রীড়া সংগঠক এ এস লিটন, আহত জুলাই যোদ্ধা খন্দকার মুইজ উদ্দিন, মাদ্রাসা শিক্ষক আব্দুস সালাম, কলেজ ছাত্র মারুফ ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মিন্টু মোল্লা, জিয়া মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, মল্লিকপাড়া যুব সংঘের সভাপতি মো. হাসনাত জামান সৈকত, এবং ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) জেলা কমিটির সদস্য শাওন শেখ প্রমুখ।

বক্তারা অবিলম্বে হাসপাতালের অনিয়ম–দুর্নীতির তদন্ত, তত্ত্বাবধায়কের অপসারণ, দালাল চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা ও হাসপাতালের সেবা মান উন্নয়নের দাবি জানান।

মানববন্ধনে উপস্থিত সাধারণ মানুষ বলেন, “সরকারি হাসপাতাল আমাদের

একমাত্র আশ্রয়স্থল। এখানে দুর্নীতি আর দালালি চললে গরিব মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারটাই শেষ হয়ে যাবে।”

তারা দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সত্যিকারের রোগীবান্ধব ও দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

মেহেরপুরের নতুন দরবেশপুরে

ভোট কেন্দ্র স্থানান্তরিত

করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে

মানববন্ধন

মেহেরপুর সদরের নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রটি নতুন দরবেশপুর দাখিল মাদ্রাসাতে স্থানান্তরিত করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে গ্রামবাসীর আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে ৫ টায় নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সন্মুখে গ্রামবাসীর আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনের আহ্বায়ক আসলাম আলীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি মজিবার রহমান, ইউপি সদস্য জাকির হোসেন লিটন, বিএনপি নেতা সিদ্দিক আজিজ বাবলু ও সাইদুর রহমান। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক
বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রটি স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে
প্রতিষ্ঠিত। বাপ-দাদার আমল থেকে আমরা এই কেন্দ্রে ভোট দিয়ে আসছি। এই কেন্দ্রের আওতায় এই গ্রামের তিন পাড়ার ২ হাজার ৬শ ভোটার আছে। অথচ পুরাতন দরবেশপুর গ্রামের ৭শ ভোটার যারা ৭ নং ওয়ার্ড (পশ্চিম সিংহাটি ও পুরাতন দরবেশপুর) এর ভোটার, তারা সিংহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন। ৭ নং ওয়ার্ডের কতিপয় লোক এই নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিবর্তনের জন্য জেলা নির্বাচন কমিশন বরাবর

আবেদন করেছে। যারা এই কেন্দ্রের ভোটার নয়। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সেই সাথে জেলা প্রশাসক ও জেলা নির্বাচন কমিশনারের কাছে আবেদন নতুন দরবেশপুর গ্রামের আপামর জনগণের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিবেন। বক্তারা আরও বলেন, নতুন দরবেশপুর গ্রামের শান্তি প্রিয় মানুষকে যারা অশান্ত করার পাঁয়তারা করছে তারা সাবধান হয়ে যান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম জাদু, ওয়ার্ড বিএনপি’র সহ-সভাপতি মোকাদ্দেস হোসেন, শরিফ মন্ডল, খন্দকার কিবরিয়া, শাহাদত হোসেন সহ আরও অনেকে।

দামুড়হুদায় তিন দফা দাবিতে শিক্ষকদের মানববন্ধন

দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষকদের উদ্যোগে তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

জানা যায়, সারা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করছেন। এরই অংশ হিসেবে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন করেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তিন দফা দাবি হলো, ২০% বাড়ি ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করতে হবে ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।

এ সময় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাহমিদা খাতুনের সভাপতিত্বে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক আশরাফুল আলম, আল আমিন, মিজানুর রহমান, সামসিয়া ফাহমিদা, নূরজাহান বেগম, কাজল রেখা, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক নূরজাহান বেগম, রিপা খাতুন, রোহিণী আক্তার, বিপুল কুমার,

আবু বক্কর সিদ্দীক প্রমুখ।

গাংনীতে উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী পরিবারের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ২০% বাড়িভাড়া ও ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় গাংনী প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এবং কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সায়েম পল্টু ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন তেরাইল ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম, হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মকলেচুর রহমান, কলেজ শিক্ষক সমিতির সদস্য আমিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক আল হেলাল, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জামাল হোসেন, কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামাল হোসেন, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসানুজ্জামান, গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা খাতুন, ডিজেএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলামসহ গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন করমদি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক কামাল হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের উপজেলা সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন বলেন, আমরা শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে থাকতে চাই। আগের শিক্ষা উপদেষ্টার সুপারিশকৃত ২০% বাড়িভাড়া ও ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনারা সবাই কোনো না কোনো শিক্ষকের ছাত্র, অথচ শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন না। বরং শিক্ষকরা যাতে কোনো সুবিধা না পায়, সেজন্য নানা বাধা সৃষ্টি করা হয় যা শিক্ষক সমাজের জন্য লজ্জাজনক।

তিনি আরও বলেন, অনতিবিলম্বে শিক্ষক সমাজের দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ন্যায্য দাবির প্রজ্ঞাপন জারি করার আহ্বান জানাচ্ছি। দাবিগুলো না মানা হলে আগামীকাল ঢাকায় বৃহত্তর সমাবেশের মাধ্যমে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

তিনি শেষে ৫০০ টাকার বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাতিল করে শিক্ষকদের দাবিকৃত ২০% বাড়িভাড়া ও ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানান।

আলমডাঙ্গায় খালের অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

আলমডাঙ্গার জামজামী ও ডাউকী ইউনিয়নবাসী’র পক্ষ থেকে যমুনা মাঠ থেকে কুমার নদ পর্যন্ত ২ কিঃ মিঃ খালের উপর অবৈধ দখল উচ্ছেদের দাবীতে মানববন্ধন করেছে।

গতকাল বুধবার আলমডাঙ্গা উপজেলা চত্ত্বরে দুপুর ১২ টার সময় এই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন থেকে আলমডাঙ্গা হাউসপুর থেকে বিনেদপুর, বাদেমাজু ছাড়িয়ে যমুনার মাঠ সংলগ্ন দীর্ঘ

২ কিমি খালের উপরদিকে অবৈধ স্থাপনা গড়ে তুলেছে।

এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল যে এই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা। কিন্তু কিছু অসাধু অবৈধ দখলদারদের কারণে এই সুদীর্ঘ ২ কিমি খালের সংস্কার হয়নি।

এ বিষয়ে গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম বরাবর স্বারকলিপি প্রদান করেন।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম বলেন, মানববন্ধনকারীদের স্বারক লিপি পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে পরিদর্শন করে এসেছি। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সকল প্রকার আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

গাংনীতে নানা দাবিতে শিক্ষকদের মানববন্ধন ও সমাবেশ

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের বাড়িভাড়ার নামে ৫০০ টাকার ন্যাক্কারজনক ও দূরভিসন্ধিমূলক প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধনের আয়োজন করে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ ফেডারেশন, গাংনী উপজেলা শাখা।

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ ফেডারেশন গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি ও সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক শিক্ষক পরিষদের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মোমিনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খান, পৌর শাখার সভাপতি আজিজুল হক, বামন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সাজ্জাদুল আলম স্বপন, গাংনী সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার ভাইস-প্রিন্সিপাল শফিকুল ইসলাম এবং হোগলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম

প্রমুখ।

মানববন্ধনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কাজ করলেও সরকারি শিক্ষকরা নানা সুবিধা ভোগ করে আসছেন। তাদের সঙ্গে আমাদের বিরাট বৈষম্য রয়েছে। সরকার বাড়িভাড়া বাবদ মাত্র ৫০০ টাকা বরাদ্দ দিয়ে আমাদের সঙ্গে তামাশা করেছে। অবিলম্বে এটি বাতিল করে ন্যূনতম ২০,০০০ টাকা বরাদ্দ না দিলে শিক্ষকদের অধিকার আদায়ে আমরা মাঠে নামব।

জীবননগরে ইসলামী ব্যাংকের সামনে কর্মজীবী ও কর্ম প্রত্যাশীদের মানববন্ধন

জীবননগরে ইসলামি ব্যাংক সহ সকল ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ অঞ্চলের একগুচ্ছ অবৈধ নিয়োগ বাতিল করে অবিলম্বে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বৈষম্যবিরোধী চাকরি প্রত্যাশী পরিষদ।

গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে জীবননগর চ্যাংখালী রোডে ইসলামী ব্যাংকের সামনে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ইসলামি ব্যাংক গ্রাহক ফোরামের পক্ষে নেতৃত্ব দেন মো.ইব্রাহিম খলিল।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, ২০১৭ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এস আলম কতৃক সকল অবৈধ নিয়োগ বাতিল করতে হবে। মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য লোক নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এস আলম কতৃক বিদেশে পাচার কৃত সকল অর্থ ফেরত আনতে হবে। যেসকল ব্যাংক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গ অপপ্রচার ছড়িয়ে ব্যাংকের সুনাম নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

আলমডাঙ্গায় ব্যাংকের চাকরি প্রত্যাশীদের মানববন্ধন

ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত অদক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবিলম্বে ছাঁটাই এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা আলতা মোড়ে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরাম এবং বৈষম্যবিরোধী চাকরিপ্রত্যাশী পরিষদের যৌথ আয়োজনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ব্যাংক লুটেরা ও মাফিয়া চক্র হিসেবে পরিচিত এস আলম গ্রুপের প্রভাবে ইসলামী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকে বিপুলসংখ্যক অদক্ষ কর্মকর্তা অবৈধভাবে নিয়োগ পেয়েছেন। এর ফলে ব্যাংকিং খাতের পেশাগত মান ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং মেধাবী চাকরিপ্রত্যাশীরা বঞ্চিত হয়েছেন।

বক্তারা আরও বলেন, অবিলম্বে এসব অবৈধ নিয়োগ বাতিল করে স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গার মোবাইল ব্যবসায়ী বিল্লাল হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. সুরুজ আলী (মেডিসিন ব্যবসায়ী), ভুসিমাল ব্যবসায়ী আজিজুল হক এবং একতারুজ্জামানসহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

আয়োজকরা জানান, এ আন্দোলন দেশের ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে ইসলামী ব্যাংকের চাকুরী প্রত্যাশী ও গ্রাহকদের মানববন্ধন

ইসলামী ব্যাংকসহ ব্যাংকিং সেক্টরে অবৈধ নিয়োগ বাতিল করে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে ইসলামী ব্যাংক ঝিনাইদহ শাখার সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে গ্রাহক ও চাকুরী প্রত্যাশীরা। সেসময় ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই শাখার গ্রাহকসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে গ্রাহক আল মাহমুদ, হাদি মহাম্মদ, জিয়াউল ইসলাম খান, কাজী রফিকুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুস সবুরসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, ২০১৭ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এস আলম কর্তৃক অবৈধভাবে হাজার হাজার কর্মী ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার করা হয়েছে। তাই দ্রুত অবৈধ ভাবে নিয়োগ দেওয়া কর্মীদের ছাটাই করে মেধাভিত্তিক নিয়োগ দেওয়ার দাবী জানান বক্তারা।